NOV. 1 8 2000

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

৩২

ভোরের কাগজ

বিনা সুদের শিক্ষা ঋণ

সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণের সুযোগ : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। জাতির এই মেরুদণ্ডকে মজবুত করে তোলে যেকোনো দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা। মেধাকে যথোপযুক্ত ব্যবহার করে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে ধাপে ধাপে। আমাদের দেশে হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে যারা শুধুমাত্র অর্থের অভাবে তাদের মেধাকে বিকশিত করতে পারছে না। দরিদ্রতার কারণে এসব মেধাবী শিক্ষার্থী মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে বসে থাকে।

উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অঙ্কুরেই ঝরে যায় বহু মেধাবী। আর যেন মাঝ পথে এসে এই ধরনের মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে না যায়, এজন্য ঢাকায় এগিয়ে এসেছে হিউম্যান ডেভেলপমেনন্ট ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান তাদের 'মেধা লালন প্রকল্প'-এর অধীনে সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের শুধুমাত্র ২০০০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছে। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী যে কেউ ইচ্ছে করলে এই প্রতিষ্ঠানের সুদমুক্ত ঋণ সহায়তার মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, মেডিকেল, প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসিসহ কৃষি বিষয়ের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করতে পারবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা : এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে যারা পাস করেছে তাদের ন্যূনতম ৮০০ নম্বর পেতে হবে, তবে জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত স্কুল থেকে যারা পাস করেছে তাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭৫০ নম্বর বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীর ন্যূনতম ৭৫০ নম্বর পেতে হবে। তবে জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত স্কুল থেকে যারা পাস করেছে তাদের ক্ষেত্রে ৭০০ নম্বর বিবেচনা করা হবে।

সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদানের শর্তসমূহ : ১. উপরোক্ত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রতিমাসে ৭৫০ টাকা এবং মেডিকেল, প্রকৌশল ও কৃষি বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের ৮০০ টাকা হারে ঋণ দেওয়া হবে।

২. এই ঋণ ছাড়াও প্রতি শিক্ষাবর্ষে বই ও শিক্ষা উপকরণের জন্য অনুদান দেওয়া হবে। যা পরিশোধযোগ্য নয়। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০০ টাকা মানবিক/বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ৫০০ টাকা এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সাধারণ বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের ১ হাজার টাকা এবং মেডিকেল, প্রকৌশল ও কৃষি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ২ হাজার টাকা করে বার্ষিক অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে।

৩. উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কোর্স সমাপ্তি পর্যন্ত (অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং মেডিকেল বিষয়ে এমবিবিএস, কৃষি ও প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত) এই ঋণ চালু থাকবে। তবে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এ তিনটি পর্যায়ে যেকোনো চূড়ান্ত পরীক্ষায় কেউ তৃতীয় বিভাগে পাস করলে এই ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হবে।

৪. ঋণ গ্রহণকারীর শিক্ষা ধারায় কোনো বিরতি ঘটলে অথবা লেখাপড়ার ফলাফল অসন্তোষজনক হলে অথবা ঋণসংক্রান্ত শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে উক্ত সময় পর্যন্ত গৃহীত সমুদয় ঋণ ৫ বছরের মধ্যে প্রতি বছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

৫. এই ঋণ শিক্ষা সমাপ্তি অন্তে উপার্জনক্ষম হওয়ার দু'বছর পর হতে পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতি বছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

৬. মেধালালন প্রকল্পের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের ঋণ প্রাপ্তিকালীন সময়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যে কোনো ছুটির সময়ে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে থাকা প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য ফাউন্ডেশন যাবতীয় খরচ বহন করবে। ছাত্রীরা গ্রামীণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প কার্যক্রম নেওয়া হবে এবং বাধ্যতামূলক সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৭. এই ঋণ পরিশোধযোগ্য দেনা হিসাবে বিবেচিত হবে। পিতা/অভিভাবক এবং ঋণগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী কর্তৃক যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারপত্র প্রদান ছাড়া অন্য কোনো জামিন/নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হবে না। ছাত্রছাত্রীদের বাছাই ও নির্বাচন এবং এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

প্রাথমিকভাবে যারা নির্বাচিত হবে, শুধুমাত্র তাদেরকেই চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য ডাকা হবে।

*** দরখাস্ত সংগ্রহ ও জমা দানের তারিখ**

১৫ ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখের মধ্যে ফাউন্ডেশনের নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে। এক্ষেত্রে ৮ টাকার ডাকটিকিট ও নিজ ঠিকানাযুক্ত ৯.৫৫" × ৪.২৫ সাইজের ফেরত খামসহ আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০০০ তারিখের মধ্যে আবেদন করলে ডাকযোগে উক্ত ফরম পাঠানো হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ফাউন্ডেশন অফিস থেকে সরাসরি কোনো ফরম দেওয়া হবে না এবং একজনকে শুধুমাত্র একটি ফরমই দেওয়া হবে।

আবেদন করার ঠিকানা :
নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯/৪, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

❑ মোঃ মাহমুদুল হাসান